দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB 18 1999
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

চট্টগ্রামে মাদ্রাসা পরিষদ আয়োজিত বিশাল গণসমাবেশে বক্তাগণ

সরকারী মদদে মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে তওহিদী জনতা রাজপথে নেমে আসবে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ষড়যন্ত্র, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানির প্রতিবাদে ও এনজিওদের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা বন্ধের দাবীতে সম্মিলিত মাদ্রাসা পরিষদ আয়োজিত এক বিশাল গণসমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র রক্ষাকবচ। এদেশে যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। আধিপত্যবাদী ভারতের এজেন্টরা আমাদের জাতীয় অখণ্ডতাকে বিলীন করে দেয়ার জন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বক্তাগণ ইসলাম তথা মুসলিম জাতিসত্তাবিরোধী এ চক্রান্ত জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিহত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এদেশের ১২ কোটি তওহিদী জনতার ঈমানের সম্পর্ক রয়েছে। সরকারী মদদে মাদ্রাসা বন্ধের এ ষড়যন্ত্র বন্ধ করা না হলে তওহিদী জনতা রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে গতকাল (বুধবার) বেলা ২টায় আয়োজিত স্মরণকালের সর্ববৃহৎ এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক আল গাজী। বিকেল ৪টা নাগাদ এ সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেয়। জনতার গগনবিদারী শ্লোগানের মধ্যে বেলা ২টা থেকে আসরের নামাজের আগ পর্যন্ত বিশাল মঞ্চে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের আলেম, ওলামা ও মাদ্রাসার শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আসরের পর লালদীঘি ময়দান থেকে শুরু হয় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। লক্ষ জনতার এ সুশৃংখল মিছিলটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় লালদীঘি ময়দানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিলে তওহিদী জনতা ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান, স্বাধীনতার শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান, মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ কর, করতে হবে, ভারত যাদের মামার বাড়ী এদেশ ছেড়ে কবে যাবি, শেখ হাসিনা ভারতী, তোর কপালে দুর্গতি, আমরা সবাই নবীর সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।

বিশাল এ মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণকালে রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মানুষ হাততালি দিয়ে মিছিলকারীদের স্বাগত জানান। অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে শরীক হয়ে শ্লোগান ধরেন।

মিছিলপূর্ব বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার পরিচালক, সম্মিলিত মাদ্রাসা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী, দারুল মায়ারিদ চট্টগ্রামের পরিচালক মাওলানা সুলতান নদভী, দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস, সায়ফুল বাংলা মাওলানা নেছারুল হক, সুগন্ধার পীর মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান, কক্সবাজার হাসেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার রেক্টর মাওলানা মোজাহেরুল হক, জামেয়া আরাবিয়া হাইলধরের পরিচালক মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম, কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান, প্রফেসর আফম খালিদ হোসেন, মাওলানা নূরুল ইসলাম জিহাদী, মাওলানা ইসমাইল জেহাদী, হাফেজ মোঃ আনোয়ার, মাওলানা আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী, মাওলানা মুসাবিন ইজহার। সমাবেশে প্রস্তাব পাঠ করেন আব্দুর রহমান চৌধুরী। মঞ্চে সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ওলামা মাশায়েখগণ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী বলেন, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবী তুলেছে তারা ইসলাম ও স্বাধীনতার শত্রু, তারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। এদেশকে যারা অখণ্ড ভারতের সাথে বিলীন করে দিতে চায় তাদের জন্য বড় বাধা হলো ইসলাম ও মুসলমান। আর এজন্যই তারা এদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করে দিতে চায়। তিনি বলেন, এনজিওরা এদেশে সেবার নামে শোষণ করে যাচ্ছে। এদের অপতৎপরতা রুখতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা হলে তা মোকাবিলা করা হবে। একজন মুসলমান বেঁচে থাকতেও মাদ্রাসা বন্ধের নীল নকশা বাস্তবায়ন হতে দেয়া হবে না। তিনি তওহিদী জনতাকে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। মাওলানা সুলতান বলেন, ভারত ও এনজিওদের পয়সায় প্রকাশিত কিছু দৈনিক এদেশের মুসলমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার শুরু করেছে। এরা একটি সাজানো ঘটনাকে নিয়ে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস শুরু করেছে। তিনি সর্বস্তরের আলেম সমাজের পক্ষ থেকে জনকণ্ঠ, সংবাদসহ ইসলামবিরোধী পত্রিকা বর্জন করার আহবান জানান। তিনি একই সাথে মিথ্যাচার ও কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকার জন্য পত্রিকাগুলোর প্রতি আহবান জানান। মাওলানা নেছারুল হক বলেন, সরকারী মদদে যারা ইসলামী শিক্ষা বন্ধের আবদার তুলছে তারা আল্লাহর সাথে 'পাল্লা' দিচ্ছে। এদের পতন অনিবার্য। মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান বলেন, হিন্দুদের দেশ ভারতেও মাদ্রাসা বন্ধের দাবী উঠেনি। অথচ বিভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি এদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেয়ার দাবী করছে। এরা

১৫-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রামে মাদ্রাসা পরিষদ

শেষের পাতার পর

ভারতের দালাল, এদের প্রতিহত করতে হবে। দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল সাইয়্যেদ আবু নোমান বলেন, এদেশ প্রীতিলতা ও রামেন্দু বাবুদের দেশ নয়। এদেশ শহীদ তিতুমীর, শাহ আমানত, শাহ মখদুম ও শাহজালালের পুণ্যভূমি। এখানে নাস্তিক মুরতাদদের ঠাঁই নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে তা প্রতিহত করতে প্রয়োজনে ১২ কোটি জনতা রাজপথে নেমে আসবে।

প্রফেসর আফম খালিদ হোসেন বলেন, মাদ্রাসা মক্তবের সাথে ১২ কোটি মানুষের রূহানী সম্পর্ক। মাদ্রাসা নিয়ে ষড়যন্ত্র বন্ধ করা না হলে প্রয়োজনে তওহিদী জনতাকে নিয়ে রাজপথে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

সমাবেশে গৃহীত ৪ দফা প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী ও পৌত্তলিক সাংস্কৃতিক মদদপুষ্ট কতিপয় বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী এবং ইসলামবিদ্বেষী এনজিও কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এসব অপতৎপরতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবে এনজিও এবং বিদেশী অর্থে পরিচালিত কতিপয় সংবাদপত্র কর্তৃক মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এসব পত্র-পত্রিকা বর্জন করার আহবান জানানো হয়। গৃহীত প্রস্তাবে মাদ্রাসায় পুলিশী তল্লাশি বন্ধ করার দাবী জানিয়ে বলা হয়, বিভিন্ন অজুহাতে কয়েকজন আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্রকে গ্রেফতার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে বার বার রিমান্ডে এনে যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা মানবাধিকারের চরম লংঘন। প্রস্তাবে এ ধরনের নির্যাতন বন্ধের জোর দাবী জানানো হয়।